যুগান্তর

তারিখ 31 JAN 2019
পৃষ্ঠা ৪

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধিক ভর্তুকি চাই

শিক্ষা খাতে মোট বরাদ্দের শতকরা ৯০ ভাগ অর্থই ব্যয় হয় শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র বেতন-ফি অপেক্ষাকৃত কম থাকায় গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার সাহস পায়। বর্তমানে ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি ফি, হলচার্জ, রেলাধুলার চাঁদা, পরীক্ষা নিবন্ধন, ছাত্র কল্যাণ, রোভার স্কাউট, সেশন চার্জ, পরিচয়পত্র ফি, গ্রন্থাগার ফি, পরীক্ষা ফি, বিএনসিসিসহ বিভিন্ন অনুমোদিত এবং অননুমোদিত খাতে চাঁদা দেয়। বর্তমানে সরকার এসব চাঁদার ক্ষেত্রকে প্রসারিত ও সরকারি ভর্তুকি সংকোচন করার চিন্তা করছে। শিক্ষার বিকল্প একমাত্র শিক্ষা অথচ আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রগুলো যখন সন্ত্রাস, খুন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, দখলদারিত্ব, সাম্প্রদায়িক অপশক্তি, টেন্ডারবাজি, নেশা এবং প্রয়োজনীয় বরাদ্দের সংকটে যান নিম্নমুখীসহ অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত, ঠিক তখনই সরকারের এ জাতীয় সিদ্ধান্ত হতাশাজনক। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকেই হাতেগোনা নির্দিষ্ট টাকায় চলতে হয়। অনেকেই এখানে টিউশনি বা পার্টটাইম কাজের টাকায় চলে। সুতরাং এখানকার খরচ সমাজের উচুতলার মানুষের কাছে নগণ্য হলেও আমাদের মতো সাধারণ পরিবার থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের জন্য সাধ্যাতীত বললে অত্যুক্তি হবে না। আমাদের দেশে এমন অনেক খাত রয়েছে, যেখানে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়। কিন্তু শিক্ষা খাতে বাজেট প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। অথচ সেদিকে আমাদের মোটেও দৃষ্টি নেই। শিক্ষা গবেষণা বৃত্তির ক্ষেত্র বিগত বছরগুলোতে মোটেও বাড়েনি, বেড়েছে অপ্রয়োজনীয় অনেক কিছুই। উচ্চশিক্ষার পিঠস্থান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি অবহেলার কারণেই সেগুলোতে কেরানি অথবা স্বল্প শিক্ষিত বেকারই তৈরি হচ্ছে। উপরন্তু পর্যাপ্ত সুযোগের অভাবে সৃষ্ট মেধা বিকাশও সম্ভব হচ্ছে না। তাই আমি সরকার ও সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে অনুরোধ করছি, অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধি নয়, বরং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধিক ভর্তুকি প্রদান করে শিক্ষার কল্যাণে এগিয়ে আসুন।

ফুয়াদ, আল বেরুনী হল, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়